97

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... FEB. 9 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 9 ...

প্রতিক্রিয়া

যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী কি ভাবছেন

সারা দেশে নারী ও শিশুর ওপর যে যৌন নিপীড়ন চলছে তারই অবিচ্ছিন্নতায় অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী নিপীড়নের ঘটনা। শিক্ষকের নৈতিক স্খলন সম্পর্কে প্রায় প্রতিটি বিভাগে দু'একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে গুঞ্জন শোনা যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা কি ভাবছেন দেখা যাক।

সুলতানা রহমান পুতুল

আনোয়ারুল কাদির
ছাত্র–লোক প্রশাসন ঃ প্রথম বর্ষ

যৌন নিপীড়নের ঘটনা কেবলমাত্র নারীর একার সমস্যা নয় গোটা সমাজেরই সমস্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ এবং এই পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সচেতন মানুষ বলা হয়, সমাজের অন্যান্য স্থানের চাইতে অন্তত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের কেন্দ্র এবং লালনকারী হিসাবে। কিন্তু এখানে এই কদর্যপূর্ণ, অনভিপ্রেত ঘটনা সত্যিই দুঃখজনক। চেতনার চাষাবাদে হয়ত কিছু আগাছা জন্মায়। কিন্তু কৃষক নিজেই যদি আগাছায় পরিণত হয় তবে তার চাষাবাদ বৃথা। তেমনি শিক্ষক দ্বারা ছাত্রী নিপীড়নের ঘটনা সবাইকে স্তম্ভিত করে দেয়। মানুষ গড়ার কারিগর যে শিক্ষক তিনিই যদি নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তবে তার ফসল কি করে মানুষ হবে?

নিরুপমা ইসলাম
ছাত্রী-লোক প্রশাসন, ঢা.বি.

বর্তমানে শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের যে অভিযোগ একজন ছাত্রী করেছে অনেকেই মেয়েটিকে দোষী সাব্যস্ত করছে। আবার অনেক ছাত্রকেই বলতে শোনা যায়, মেয়েরাই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এবং তাদের উগ্রতার কারণেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে। এ রকম অভিযোগও শোনা যায়, মেয়েরা নিজেকে লোভনীয় করার মাধ্যমে শিক্ষকের কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা ভোগ করতে আগ্রহী।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সত্য হলো শিক্ষকের ক্ষমতার অপব্যবহার। শিক্ষকের প্রশ্রয় পায় বলেই গুটিকয়েক ছাত্রী হয়ত এই বাড়তি সুবিধাগুলো গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু হাতেগোনা কয়েকজন যৌন নিপীড়ক শিক্ষক যেমন সকল শিক্ষকের প্রতিনিধিত্ব করে না তেমনি গুটিকয়েক সুবিধাভোগী ছাত্রীও সকল ছাত্রীর প্রতিনিধিত্ব করে না। বিকৃত মানসিকতার শিক্ষক এবং বিকৃত রুচির ছাত্রীদের কারণেই অপবাদ আসে সমস্ত শিক্ষককূল ও সাধারণ ছাত্রীদের ওপর।

নুরুর রহমান রুবেল
পরিসংখ্যান (৩য় বর্ষ), ঢা.বি.

শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্ক আসলে ক্ষমতার সম্পর্ক। এই ক্ষমতাকে কোন কোন শিক্ষক অপব্যবহার করে থাকেন। এ ক্ষমতা যৌন নিপীড়নের মাধ্যমেও হতে পারে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই একটি যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা আবশ্যক। এই নীতিমালা নির্ধারণ করবে কোন্ আচরণটি যৌন নিপীড়নের পর্যায়ে পড়ে। কিভাবে এই নিপীড়নকে দূর করা যায় বা কিভাবে ভিকটিম বিচার চাইতে পারে।

আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের কথা ভেবে অবশ্যই এমন একটা তদন্ত সেল হওয়া উচিত যেখানে অভিযোগকারী তার পরিচয় গোপন করে নির্ভয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী যখন যৌন নিপীড়নের অভিযোগ করবে তখন সে একজন ছাত্রীর কাছে যতটা সহজে বিস্তারিত বলতে পারবে ততটা সহজে বোধ হয় আর কারও কাছে বলতে পারবে না। তবে প্রতিনিধিত্বকারী ছাত্রীটিকে অবশ্যই জেন্ডার সচেতন হতে হবে।

চলমান যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা লাঞ্ছনা আর অপমানের ক্ষোভ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

মাহমুদুর রহমান
শিক্ষক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাহমুদুর রহমান ,বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের যৌন নিপীড়নের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মূল্যবোধ, চিন্তার ধরন, আচরণ, নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়কে ব্যক্তিজীবনে প্রভাব রাখার প্রপঞ্চ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ মানসিকতা বিকাশের জন্য মনোবিজ্ঞানীদের নিয়োগ করা দরকার এবং সেই সঙ্গে পিতা-মাতাদের ট্রেনিং দেয়া দরকার। যৌনতা সম্পর্কে লুকোছাপা করা বা নিষিদ্ধ হিসাবে যৌনতাকে দেখা মানুষের মনে যৌন সহিংসতার জন্ম দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়নের ঘটনা সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। যৌন নিপীড়ক শিক্ষক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি। শিক্ষক বা ছাত্র এদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আচরণ সংক্রান্ত সেমিনার বা মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা প্রয়োজন। যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের ৬ দফার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করি। তা ছাড়া তদন্ত কমিটিতে একজন ক্লিনিক্যাল মনোবিদ অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী।

সাদেকা হালিম
শিক্ষক, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢা.বি.

বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন শিক্ষক ছাত্রীকে ছাত্রী হিসাবে না দেখে নারী হিসাবে দেখেন। পরীক্ষার নম্বর কম বা বেশি প্রদান করার মাধ্যমে কিছু শিক্ষক ছাত্রীদেরকে যৌন নিপীড়ন করেন। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ঘরের বন্ধন ছেড়ে যেভাবে বেরিয়ে আসতে পারছে সে তুলনায় পুরুষরা মনের বন্ধন ছেড়ে বের হতে পারছে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষালি ক্ষমতাকে তারা অপব্যবহার করছে নারীর ওপর বিভিন্ন নিপীড়নের মাধ্যমে। চলমান আন্দোলন প্রমাণ করে মেয়েরা এখন এ সব বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে। মিডিয়া আন্দোলনের গতিকে এবং মূল বিষয়কে বার বার শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রচার করায় কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। গুটিকয়েক শিক্ষকের অপকর্মের ফলে সকল শিক্ষক সমাজের চোখে, নৈতিকতার মানদণ্ডে অন্তর্যন্ত্রণায় ভুগছেন––যা সুশিক্ষার পরিবেশ ছাত্র-শিক্ষকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।